মেহেরপুরে উদ্ধারকৃত ৮২টি মোবাইল ও টাকা ফেরত পেলেন মালিকরা

মেহেরপুরের তিন উপজেলা থেকে ৮২টি হারানো মুঠোফোন ও প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ ৪৯ হাজার টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

বৃহস্পতিবার (৭ মে) সকাল সাড়ে ১১টায় পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসকল মোবাইল ও নগদ অর্থ প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন।

এসময় তিনি বলেন, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারে আরও সতর্ক থাকতে হবে। তিনি মোবাইল ফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহারে আরও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

জানা গেছে, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল এপ্রিল ২০২৬ মাসে সাধারণ ডায়েরিভুক্ত মোট ৮২টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেয়। এছাড়া ভুলবশত অন্য নম্বরে চলে যাওয়া এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ অর্থ ও বিকাশের মোট ৪৯ হাজার টাকা উদ্ধার করে ভুক্তভোগীদের ফেরত দেওয়া হয়।

চুয়াডাঙ্গায় উদ্ধারকৃত ২৮ মোবাইল মালিকদের ফিরিয়ে দিল পুলিশ

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল কর্তৃক হারানো মোবাইল ফোন ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণার অর্থ উদ্ধার পূর্বক ভুক্তভোগীদের মাঝে আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সোমবার দুপুর বারোটায় পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে হারানো মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণার অর্থ উদ্ধার পূর্বক ভুক্তভোগীদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

স্মার্ট ফোন ও নগদ অর্থ ভুক্তভোগীদের মাঝে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।

এ সময় তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে সাইবার অপরাধও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরনের অপরাধ দমনে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সর্বদা সতর্ক ও তৎপর রয়েছে। তিনি জনগণকে মোবাইল ফোন ও মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন থাকার আহ্বান জানান এবং কোনো ধরনের প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত নিকটস্থ থানায় অথবা জেলা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করেন।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন এবং বিকাশ, নগদ ও রকেটসহ বিভিন্ন মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সংঘটিত প্রতারণার ঘটনায় হাতিয়ে নেওয়া অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ সময় বিভিন্ন মডেলের মোট ২৮ (আটাশ)টি স্মার্টফোন এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে প্রতারণার শিকার হয়ে খোয়া যাওয়া ১,১৯,০০০/- (এক লক্ষ উনিশ হাজার) টাকা উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ও আস্থার বার্তা পৌঁছেছে। পুলিশ সুপার ভুক্তভোগীদের ধৈর্য ও সহযোগিতার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও যেকোনো অপরাধের বিষয়ে দ্রুত পুলিশকে অবহিত করার আহ্বান জানান।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মিনহাজ-উল-ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) জামাল আল নাসের, জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ মশিয়ার রহমান, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের ইনচার্জ মোহাম্মদ সামসুদ্দোহা সহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলে কর্মরত অন্যান্য অফিসারবৃন্দ।

মেহেরপুরে হারানো ৯২টি মোবাইল ও ৫৫ হাজার টাকা মালিকের হাতে তুলে দিল পুলিশ

মেহেরপুর পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের উদ্যোগে উদ্ধারকৃত হারানো মোবাইল ফোন ও অনলাইনে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এ হস্তান্তর করা হয়। উদ্ধারকৃত ৯২টি মোবাইল ফোন ও নগদ অর্থ ভুক্তভোগীদের হাতে তুলে দেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় সাইবার সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে আমরা কেউই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও সাইবার স্পেসের বাইরে নই। তাই নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সবাইকে আরও সচেতন ও সতর্ক হতে হবে। তিনি পুরাতন মুঠোফোন কেনার ক্ষেত্রে অবশ্যই মোবাইলের বক্স ও ক্যাশ মেমো সংগ্রহের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি অনলাইনে প্রতারণা এড়াতে বিকাশ, নগদ বা অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের ওটিপি কারও সঙ্গে শেয়ার না করার আহ্বান জানান। অনলাইনে কোনো কিছু ক্রয়ের আগে অভিজ্ঞজনের সঙ্গে পরামর্শ করার কথাও বলেন তিনি।

পুলিশ সুপার আরও জানান, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে জেলা পুলিশের এ কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। একটি সুষ্ঠু, নিরাপদ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে যেকোনো ধরনের অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ডিসেম্বর ২০২৫ মাসে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, মেহেরপুর জেলার তিন থানায় সাধারণ ডায়েরিভুক্ত

সর্বমোট ৯২টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি ভুলবশত অন্য নম্বরে চলে যাওয়া এবং প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত নগদ ও বিকাশের মোট ৫৫ হাজার টাকা উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও ১৩টি ফেসবুক আইডি রিকোভারি করা হয় এবং বিভিন্ন থানায় নিখোঁজ ব্যক্তি ও ভিকটিম উদ্ধারে সহায়তা দিয়ে ৪ জন ভিকটিম উদ্ধার করা হয়।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল বিভিন্ন ক্রুপেস মামলার রহস্য উদঘাটন ও আসামি গ্রেপ্তারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। হারানো মোবাইল উদ্ধার করে ভুক্তভোগীদের মুখে হাসি ফোটাতে সেলটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিন্যান্স) মোহাম্মদ আতিকুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ মেহেদি হাসান দিপু, ওসি (ডিবি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরীসহ জেলা পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা।

ঝিনাইদহে মোবাইল চুরি সন্দেহে গণপিটুনির দুইদিন পরে যুবকের মৃত্যু

ঝিনাইদহে মোবাইল চুরি সন্দেহে গণপিটুনিতে সুজন (৩৫) নামে এক যুবকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। সুজন শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে এবং বর্তমানে ঝিনাইদহ পৌরসভার পাওয়ার হাউজ পাড়ায় স্ত্রী নিয়ে বসবাস করছিল।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা: ফারহানা শারমিন বলেন, এই রোগীকে অজ্ঞাত নামে গতকাল বৃহষ্পতিবার দুপুরে হাসপাতালে ভর্তি

করা হয় ফিজিক্যাল অ্যাসাল্ট হওয়ার কারণে। তার চিকিৎসা চলছিল। আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সে মারা যায়।

জানা গেছে, গত বুধবার ভোরে ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ৭ম তলায় রোগীর স্বজনদের মোবাইল চুরির অভিযোগে সুজনকে গণপিটুনি দেয় রোগীর স্বজনরা। তাকে মারধরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। গত বুধবার সকালে তাকে সদর থানা পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন শুক্রবার হাসপাতাল থেকে বলেন সেদিনই তার স্ত্রীর জিম্মায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে চুরির বিষয়ে বা তাকে মারা বিষয়ে কোন পক্ষই কোন অভিযোগ দেয়নি।

ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, গতকাল বৃহষ্পতিবার দুপুরে একজন রোগী অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালের সিড়ির মধ্যে শুয়ে আছে জানতে পেরে তাকে হাসপাতালে ভর্তির নির্দেশ দিই। তার চিকিৎসা চলছিল। আমি আজ ছুটিতে আছি। দুপুর পৌণে দুইটার দিকে আমার স্টাফরা আমাকে জানান রোগীটি মারা গেছে। তবে গত বুধবার ভোরে মোবাইল চুরি নিয়ে গণপিটুনির বিষয়ে আমার কিছুই জানানেই।

এদিকে, আজ শুক্রবার দুপুরে হাসপাতালে লাশ ঘরে নিহতের মরদেহ রাখা হয়। তবে সেখানে তার কোন আত্মীয় স্বজনকে পাওয়া যায়নি। ঝিনাইদহ পাওয়ার হাউজ পাড়ায় তার শ্বশুর বাড়িতেও যেয়েও তার স্ত্রীকে পাওয়া যায়নি। মরদেহের সুরতহাল তদন্ত করেন সদর থানার এই আই তাইফুল।

এই ঘটনায় আইনী প্রক্রিয়া কি হবে জানতে চাইলে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এই বিষয়ে এখনই বলা যাচ্ছে না।

আলমডাঙ্গায় মোবাইলের দোকানে চুরি, চোর গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজের সামনে মোবাইল ফোনের দোকানে চুরির ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এসময় চুরি হওয়া মালামালের বেশির ভাগ উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার ভোরের মধ্যে অজ্ঞাতনামা চোরেরা টিনের চাল কেটে মো. ফিরোজ আলীর দোকানে প্রবেশ করে। দোকান থেকে ৮টি মোবাইল ফোন, মনিটর, হার্ডডিস্ক, চার্জার, হেডফোন, ব্যাটারি ও নগদ ১৭ হাজার টাকা সহ প্রায় এক লাখ ২০ হাজার টাকার মালামাল নিয়ে যায়।

ঘটনার পর আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে এসআই নুর ইসলাম অভিযান চালান। গত শনিবার গভীর রাতে এরশাদপুর গ্রাম থেকে মো. ইয়ামিন আলী (২০) কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার বাড়ি এরশাদপুরেই।

পুলিশ তার বাড়ি থেকে চুরি হওয়া মাইক্রোফোন, কম্পিউটার মনিটর, হার্ডডিস্ক, ২৬টি মোবাইল ব্যাটারি, পাঁচটি চার্জার, পাঁচটি হেডফোন, পাঁচটি মোবাইল ফোনসহ চুরির কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম উদ্ধার করে।

গ্রেপ্তারকৃত ইয়ামিনকে আজ রবিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে ১২২ মোবাইল ও ১০ লাখ টাকা ফিরিয়ে দিল পুলিশ

মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১২২টি মোবাইল ফোন এবং মোবাইল ব্যাংকিং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া অর্থ প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব মোবাইল ও টাকা মালিকদের হাতে হস্তান্তর করা হয়।

এসময় “পুলিশই জনতা, জনতাই পুলিশ” প্রতিপাদ্যে কমিউনিটি পুলিশিং বিষয়ে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও প্রশাসন) জামিরুল রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, ডিবির ওসি গোপালসহ পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

জানা গেছে, চলতি বছরের জুন ও জুলাই মাসে জেলার তিন থানায় অভিযান চালিয়ে এসব মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে সদর থানা থেকে ৪১টি, গাংনী থানা থেকে ৬৪টি এবং মুজিবনগর থানা থেকে ১৭টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত ৯ লাখ ১৭ হাজার টাকা এবং ভুলক্রমে অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়া ১ লাখ ১ হাজার ৩০০ টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়া হয়।

সব মিলিয়ে ১২২টি মোবাইল ফোন এবং ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকা মালিকদের হাতে হস্তান্তর করে মেহেরপুর জেলা পুলিশ।

মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে জনগণকে আরও সচেতন হতে হবে। প্রতারণা বা চুরির ঘটনা ঘটলে দ্রুত পুলিশকে অবহিত করলে উদ্ধার কাজ সহজ হয়। পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখাই এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

ঝিনাইদহে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ও নগদ টাকা ফেরত

পেলেন মালিকেরা

হারিয়ে যাওয়া ও চুরি-ছিনতাই হওয়া ৮৪টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দিয়েছে ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

এসময় প্রতারণার মাধ্যমে খোয়া যাওয়া ৬৪ হাজার টাকাও প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়।

রবিবার (১৬ মার্চ) সকালে ঝিনাইদহ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া উপস্থিত থেকে প্রকৃত মালিকদের কাছে বুঝিয়ে দেন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে সাইবার সেল জানিয়েছে, অভিযোগ ও জিডির ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালিয়ে মোবাইল ফোনগুলি উদ্ধার করা হয় এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সহায়তায় খোয়া যাওয়া টাকা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

সাইবার অপরাধ দমনে ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন সেল প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

ঝিনাইদহ চুরি হওয়া ৩৬৩ টি মোবাইল উদ্ধার

ঝিনাইদহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ২০২৪ সালে ৩৬৩টি চুরি হওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের কাছে পৌছে দিয়েছে। এ সময় তারা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতারণা ও হ্যাকিং চক্রের একাধিক সদস্যকে গ্রেফতার ও ক্লুলেস হত্যার রহস্য উদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

ঝিনাইদহ পুলিশ সুপারের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল সুত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্যমতে ঝিনাইদহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল বিকাশ ও নগদ প্রতারনার ৮২ টি জিডির বিপরীতে ১৮ লাখ ৪২ হাজার

টাকা উদ্ধার করে গ্রাহকদের কাছে ফেরৎ দিয়েছে।

এছাড়া অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের ৭১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে। মোবাইল ফোনে ১৩ টি হুমকি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিসহ ৫৬টি অভিযোগের ভিকটিম উদ্ধার করেছে। আটক করেছেন কথিত ৩ জ্বীনের বাদশাকে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মূর্তি।

সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের কর্মকর্তা খালিদ হাসান জানান, তারা ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের দুইজনকে ইজিবাইকসহ গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে ঝিনাইদহের ৬ উপজেলার ৬ হাজার ৮৫২ জনকে তথ্য প্রযুক্তিগত সহায়তা করা হয়েছে। তিনি বলেন একটি প্রতারক চক্র বিকাশ, রকেট, নগদ ও উপায় এর মাধ্যমে বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা কাস্টমার কেয়ারের লোক পরিচয় দিয়ে ওটিপি হ্যাকিং করে অর্থ আত্মসাৎ করছিল। এমন এক চক্রের সদস্যদের গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে ৬টি মোবাইল ফোন ও ১০টি সিম উদ্ধার করা হয়।

ঝিনাইদহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলে কর্মরত এখালাছুর রহমান জানান, পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় তারা তথ্য প্রযুক্তির অপরাধীদের ধরতে পারছেন। তাদের এই দক্ষতা সাইবার ক্রাইম দমনে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে বলেও তিনি দাবী করেন।

আলমডাঙ্গায় দোকানের শাটার ভেঙে মোবাইলসহ ১০ লাখ টাকার মালামাল চুরি

আলমডাঙ্গা উপজেলার একটি দোকান থেকে ৩৫টি স্মার্ট মোবাইল ফোন, রিচার্জ কার্ডসহ নগত ৫ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। যার সব বাজার মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা।

গতকাল শনিবার সকাল ৭ টার দিকে উপজেলার ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া বাজারের রোজি টেলিকমে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

চুরির ঘটনায় ওই দোকান পরিদর্শন করেছেন আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) মাসুদুর রহমান।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় মার্কেটের সবাই দোকান বন্ধ করে চলে যান। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৭টায় পাশের দোকানের কর্মচারী দোকান খুলতে গেলে দেখতে পান দোকানের তালা খোলা ও শাটার ভাঙা। পরে রোজি টেলিকমের মালিক মজিবুলের মোবাইল ফোনে জানালে তিনি তার দোকানের সিসি ক্যামেরার ভিডিওতে দেখতে পান তার দোকানে চুরি হয়েছে।

দোকান মালিক মজিবুল ইসলাম বলেন, আমার দোকান থেকে ৩৫ টি স্মার্ট মোবাইল, রিচার্জ কার্ড ও নগত ৫ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা। আমি আইনগত ব্যবস্থা নেব।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান জানান, চুরির ঘটনায় দোকানের সিসি ক্যামেরার মেমোরি কার্ড থানায় আনা হয়েছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে প্রবাসী স্বামীর সাথে মোবাইলে ঝগড়া, স্ত্রীর মরাদেহ উদ্ধার

মালেশিয়ান প্রবাসী স্বামীর সাথে মোবাইল ফোনে ঝগড়া করে বাড়ির পাশে আম গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে তানিয়া খাতুন নামের এক গৃহবধু।

তানিয়া খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের মালয়েশিয়া প্রবাসী শামিম হোসেনের স্ত্রী। এক সন্তানের জননী। রবিবার (২১ এপ্রিল) সন্ধ্যার দিকে তাদের বাড়ির পাশের একটি আম গাছ থেকে তানিয়া খাতুনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, তানিয়া খাতুন মোবাইল ফোনে তার স্বামীর সাথে কথা বলার কিছুক্ষণ পর বাড়ির পাশের একটি আম গাছে তাকে ঝুলে থাকতে

দেখে। পরে সদর থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের একটি টিম সেখানে পুলিশ পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। পরিবারের লোকজন জানান, মোবাইল ফোনের স্বামীর সাথে ঝগড়া করার পরপরই সে গলায় দড়ি দেয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে একটি অপমৃত্য মামলা হয়েছে।পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন তার প্রবাসী স্বামীর সাথে মোবাইল ফোনে ঝগড়ার পর আত্মহত্যার পথ বেচে নেই সে।